সমকাল

তারিখ ... 10 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... ৭ ......

বরিশালের মগরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বেত্রাঘাতে ১৯ শিক্ষার্থী আহত

■ বরিশাল ব্যুরো

পরীক্ষা কক্ষে খাতায় উত্তর লিখতে না পারায় পঞ্চম শ্রেণীর ১৯ শিক্ষার্থীকে বেত দিয়ে পিটিয়ে জখম করেছেন প্রধান শিক্ষক। শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে বরিশাল সদর উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের মগরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। আহত ১৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে ১৯ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে নির্যাতনের ঘটনায় অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের সত্যতা স্বীকার করেছেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি তুষার কান্তি চৌধুরী।

আহত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা জানান, মগরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শনিবার পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গণিত পরীক্ষা ছিল। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোকেয়া বেগম গণিত শিক্ষক হলেও পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের ক্লাস তেমন নিতেন না। এ কারণে বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গণিতে ছিল খুবই দুর্বল। শনিবার পরীক্ষা শুরু হলে শিক্ষার্থীরা খাতায় কিছুই লিখতে পারছিল না। এ খবর জানতে পেরে প্রধান শিক্ষক রোকেয়া বেগম পরীক্ষা কক্ষে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সাদা খাতা দেখে ক্ষিপ্ত হন। তাৎক্ষণিক তিনি বিদ্যালয়ের দপ্তরিকে বেত নিয়ে আসতে বলেন। দপ্তরি বেত নিয়ে আসার পর রোকেয়া বেগম বেধড়ক পেটাতে শুরু করেন পরীক্ষার্থীদের। তার বেত্রাঘাতে ১৯ পরীক্ষার্থী জখম হয়। তাদের মধ্যে ১০ জন বেশি জখম হওয়ায় তারা বরিশাল সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা নিয়েছে। আহত যে ১০ শিক্ষার্থী প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে তারা হলো– মো. হোসেন মোল্লা, তারেক সরদার, সাথী, মনি, তারেক, সিয়াম, রবিউল, মুন্নি, সুরমা ও ময়না। আহত শিক্ষার্থী হোসেন মোল্লার বাবা আনিচ মোল্লা জানান, প্রধান শিক্ষক রোকেয়া বেগমের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের বহু অভিযোগ আছে।

এ ব্যাপারে মগরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক রোকেয়া বেগম সমকালকে জানান, কোনো শিক্ষার্থীকে আহত হওয়ার মতো মারধর তিনি করেননি। শিক্ষার্থীদের কম-বেশি শাসন করা দোষের কিছু নয়। তবে বিষয়টি নিয়ে একটি মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি তুষার কান্তি চৌধুরী শিক্ষার্থী নির্যাতনের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ ঘটনার জন্য তিনি লজ্জিত।